

সাপ্তাহিক সূন্বাতে ভরা ইজতিমার সূন্বাতে ভরা বয়ান

(18-August-2016)



অন্তরের কঠোরতা

(BANGLA)

অন্তরের কঠোরতা

সাপ্তাহিক সূন্নাতে ভরা ইজতিমার সূন্নাতে ভরা বয়ান

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ ط
 أَمَا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ط بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ط
 الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَعَلَى أٰلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا حَبِيبَ اللَّهِ
 الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا نَبِيَّ اللَّهِ وَعَلَى أٰلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا نُورَ اللَّهِ
 نَوَيْتُ سُنَّتَ الْإِعْتِكَافِ

(অনুবাদ: আমি সুল্লাত ইতিকাহের নিয়্যত করলাম।)

যখনই মসজিদে প্রবেশ করবেন, মনে করে নফল ইতিকাহের নিয়্যত করে নিন, কেননা যতক্ষণ মসজিদে থাকবেন, নফল ইতিকাহের সাওয়াব অর্জিত হতে থাকবে এবং সাধারণভাবে মসজিদে খাওয়া-দাওয়াও জায়য হয়ে যাবে।

দরুদ শরীফের ফযীলত:

ফরমানে মুস্তফা صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ : যখন বৃহস্পতিবার আসে, আল্লাহ তাআলা ফিরিশতাদের প্রেরণ করেন, তাদের নিকট রূপার কাগজ এবং সোনার কলম থাকে। তারা লিপিবদ্ধ করে, কে বৃহস্পতিবার ও জুমার রাতে আমার উপর বেশি পরিমাণে দরুদ শরীফ পাঠ করে। (আল ফিরদাউস বি মাসুরিল খাতাব, ১ম খন্ড, ১৮৪ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ৬৮৮)

ইয়া নবী! তুজ পে লাখো দরুদ ও সালাম,
 ইস পে হে নায মুঝ কো হৌ তেরা গোলাম।
 আপনি রহমত সে তু শাহে খাইরুল আনাম,
 মুঝ সে আচি কা ভি নায বরদার হে।

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! সাওয়াব অর্জনের জন্য বয়ান শ্রবণ করার পূর্বে কিছু ভাল ভাল নিয়্যত করে নিই। ফরমানে মুস্তফা صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ হচ্ছে: “نَبِيُّهُمُومِنْ حَيِّوْمِنْ عَمَلِهِ” অর্থাৎ- মুসলমানের নিয়্যত তার আমল অপেক্ষা উত্তম।

(মু'জামুল কাবীর, সাহাল বিন সা'আদ, ৬/১৮৫, হাদীস নং-৫৯৪২)

দুটি মাদানী ফুল:

- (১) ভাল নিয়ত ছাড়া কোন উত্তম আমলের সাওয়াব পাওয়া যায় না।
- (২) ভাল নিয়ত যত বেশী হবে, সাওয়াবও তত বেশী পাওয়া যাবে।

বয়ান শ্রবণ করার নিয়ত সমূহ

* দৃষ্টিকে নীচে রেখে গভীর মনযোগ সহকারে বয়ান শ্রবণ করবো।
 * হেলান দিয়ে বসার পরিবর্তে ইলমে দ্বীনের সম্মানার্থে যতক্ষণ সম্ভব দু'যানু হয়ে বসবো। * প্রয়োজনে সামনে এগিয়ে অন্যদের জন্য জায়গা প্রসারিত করবো।
 * ধাক্কা ইত্যাদি লাগলে ধৈর্য ধারণ করবো, ঝগড়া করা বা বিশৃংখলা করা থেকে বেঁচে থাকবো। * **تُؤَيُّوْا إِلَى اللَّهِ! اذْكُرُوْا اللَّه! صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!** ইত্যাদি শুনে সাওয়াব অর্জন এবং আওয়াজ প্রদানকারীর মনতুষ্টির জন্য উচ্চস্বরে উত্তর প্রদান করবো। * বয়ানের পর স্বয়ং আগে এসে সালাম ও মুসাফাহা এবং ইনফিরাদী কৌশিশ করবো।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلِّ اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَى مُحَمَّدٍ

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! অন্তর কেন কঠোর হয়ে যায়? অন্তরের কঠোরতায় কি কি ক্ষতি রয়েছে? এর চিকিৎসা কিভাবে সম্ভব? আজকের বয়ানে আমরা এ সম্পর্কে বিভিন্ন মাদানী ফুল অর্জন করার চেষ্টা করবো, আসুন! সর্বপ্রথম এক কঠোর মনের মানুষের অন্তর কাঁপানো এক ঘটনা শ্রবণ করি, গভীর মনযোগ সহকারে শ্রবণ করার চেষ্টা করুন।

একদিনের কন্যা সন্তানকে জীবিত দাফন করে দিলো:

পাঞ্জাবের এক গ্রামে নির্দয় পিতা তার এক দিনের কন্যা সন্তানকে জীবন্ত দাফন করে দিলো! পুলিশ অভিযুক্তকে গ্রেফতার করলো। বিস্তারিত বিবরণে জানা যায় যে, অভিযুক্ত ঘরে ৬ষ্ঠ কন্যা জন্মগ্রহণ করে। জালিম পিতার ভাষ্য হচ্ছে যে, তার কন্যা বিশ্রী ছিলো, তার চেহারা বিকৃত ছিলো, যার কারণে সে ডাক্তারকে বিষাক্ত ইনজেকশন লাগাতে বলে, ডাক্তারের অস্বীকৃতির কারণে সে তার কন্যাসন্তানকে জীবন্ত দাফন করে দেয়।

(জীবিত কন্যাকে কুপে নিক্ষেপ করল, ৫ পৃষ্ঠা, রোজনামা জঙ্গ অনলাই সংবাদপত্র থেকে, ১৪ জুলাই, ২০১২)

অন্যায় ভাবে হত্যার ভয়াবহতা:

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা দেখলেন তো! কিভাবে এই নির্দয় পিতা তার কন্যা সন্তানকে হত্যা করলো। অথচ এতে সেই কন্যার বা মায়ের কি দোষ? এটাতো আল্লাহ্ তাআলার ইচ্ছা, তিনি যাকে চান পুত্র সন্তান দান করেন, যাকে চান কন্যা সন্তান দান করেন। মনে রাখবেন! কন্যা সন্তানকে হত্যা করা হোক বা পুত্র সন্তানকে বা যে কাউকেই, দ্বীন ইসলামে অন্যায় ভাবে হত্যা করা হারাম এবং জাহান্নামে নিয়ে যাওয়ার মতো কাজ। হুযুরে আকরাম, নূরে মুজাস্‌সম, শাহে বনী আদম صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেন: “যদি জমিন এবং আসমানের সকলে কোন মুসলমানকে হত্যা করার ক্ষেত্রে একত্রিত হয়ে যায় তবে আল্লাহ্ তাআলা সকলকেই উপুড় করে জাহান্নামে নিক্ষেপ করবেন।” (মু'জাম সগীর, ১ম অংশ, ২৫০ পৃষ্ঠা)

অন্তরের কঠোরতা কি?

অন্যায় ভাবে হত্যা এবং জানি না কি কি গুনাহ সংঘটিত হয়, তার একটি কারণ হলো, অন্তরের কাঠোরতা, অন্তরের কঠোরতা কি? আসুন শ্রবণ করি! যেমন...

মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত তাফসীর “সীরাতুল জিনান” ৪র্থ খন্ডের ৩৭০ পৃষ্ঠায় বর্ণিত রয়েছে: অন্তরের কঠোরতার অর্থ হচ্ছে যে, মৃত্যু এবং আখিরাতকে স্মরণ না করার কারণে অন্তর এমন কঠোর হয়ে যায় যে, উপদেশ অন্তরে রেখাপাত করে না, গুনাহের মোহ বেড়ে যায়, গুনাহ করাতে লজ্জা অনুভব হয় না এবং তাওবা করার প্রতি মনযোগ থাকে না। (সীরাতুল জিনান, ৪/৩৭০)

মনে রাখবেন! অন্তরের কঠোরতার রোগ কোন সাধারণ রোগ নয় বরং এমন ক্ষতিকারক যে, কোরআনে পাকেও স্পষ্টভাবে পাষান হৃদয়ের লোকের তিরস্কারের বর্ণনা করা হয়েছে। যেমন-পারা ১, সুরা বাকারা, আয়াত নং-৭৪ এ আল্লাহ্ তাআলা ইরশাদ করেন:

ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ

فَهِىَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً

(পারা-১, সুরা বাকারা, আয়াত-৭৪)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: অতঃপর, এরপর তোমাদের হৃদয় কঠিন হয়ে গেলো।

তখন তা পাথর সমূহের ন্যায় হয়; বরং তদপেক্ষাও কঠিনতর।

পাথরের চেয়েও কঠিন অন্তর!

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! বর্ণনাকৃত আয়াতে মোবারাকায় যে কঠিন হৃদয়ের লোকদের তিরস্কারের বর্ণনা করা হয়েছে, তা দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে, বনী ইসরাঈলের লোকদের, যারা হযরত মুসা عَلَيْهِ السَّلَامُ এর যুগে ছিলো, তাদের সম্পর্কে ইরশাদ করা হলো যে, বড় বড় নিদর্শন এবং হযরত মুসা عَلَيْهِ السَّلَامُ এর মুজিয়া দেখেও তারা শিক্ষা গ্রহন করেনি, তাদের অন্তর পাথরের মতো হয়ে গিয়েছিলো বরং তার চেয়েও বেশী কঠিন, কেননা পাথরেও প্রভাব বিস্তার করে যে, এদের কোন কোনটি থেকে নদী প্রবাহিত হয়, কোন কোন পাথর ফেটে যায় তখন তা থেকে পানি প্রবাহিত হয় এবং কোনটি খোদাভীতিতে গড়িয়ে পড়ে। আল্লাহ তাআলার যেমন ইচ্ছা হয়, কিন্তু মানুষ! যাকে অধিকহারে বোধ ও বিবেচনা দেয়া হয়েছে, যার পঞ্চ ইন্দ্রিয় শক্তিশালী, বিবেক পরিপূর্ণ, যার সম্মুখে দলীলাদি স্পষ্ট এবং শিক্ষা ও নসিহত অর্জনের সুযোগ রয়েছে কিন্তু তারপরও আল্লাহ তাআলার আনুগত্য ও দাসত্বের দিকে আসে না। (সীরাতুল জিনান, পারা- ১, ১ম খন্ড, ১৪৬ পৃষ্ঠা)

সিলসিলা আহ! গুনাহো কা বাড়া জা'তা হে, নিত নয়া জুরম হার ইক আ'ন হুয়া জাতা হে।

কলব পাথর সে ভি সখতি মে বড়া জাতা হে, খোল পর খোল সিয়াহী কা চড়া জাতা হে।

লাওঁ ওহ আশক কাহা সে জু সিয়াহী দোয়ে, গন্দেগী মে মেরা দিল হদ সে বড়া জাতা হে।

(ওয়াসায়িলে বখশীশ, ৪৩২ পৃষ্ঠা)

صَلِّ عَلَى اللَّهِ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ!

হাদীসে মোবারাকা:

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এতে কোন সন্দেহ নেই যে, অন্তরের কঠোরতা অনেক মারাত্মক একটি রোগ এবং ক্ষতিকারক আপদ। গুনাহের ব্যাধিতে আক্রান্ত করানোর মাঝে এই রোগের অনেক বড় ভূমিকা রয়েছে। এর বয়াবহতাকে সামনে রেখে হযরত আব্দুল্লাহ বিন মোবারক رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ বলেন: মুমিন বান্দার জন্য সবচেয়ে বড় শাস্তি হলো যে, তার অন্তর কঠিন হয়ে যাওয়া। (হিলইয়াতুল আউলিয়া, ৩/৪৪)

কেননা, অন্তরের কঠোরতা গুনাহে বৃদ্ধি ঘটায়, অন্তরের কঠোরতা দীন থেকে দূরে ঠেলে দেয়, অন্তরের কঠোরতা ইবাদত ও তিলাওয়াত আর আল্লাহর যিকিরের স্বাদ মিঠিয়ে দেয়, অন্তরের কঠোরতা আল্লাহ তাআলার রহমতকে দূর করে দেয়, অন্তরের কঠোরতা দুর্ভাগ্যের আলামত, মোটকথা! এটা এমন এক রোগ, যার কারণে আরো অনেক জাহেরি ও বাতেনী রোগ জন্ম নেয়। বিভিন্ন হাদীস শরীফে এর নিন্দা বর্ণনা হয়েছে। আসুন! এ সম্পর্কে আরো দু'টি হাদীস শরীফ শ্রবণ করি:

﴿১﴾ “পাষণ হৃদয় ব্যক্তি আল্লাহ তাআলার রহমত থেকে অনেক দূরে থাকে।”

(তিরমীযি, কিতাবুয যুহুদ, ৬২ মুখ অধ্যায়, ৪/১৮৪, হাদীস নং-২৪১৯)

﴿২﴾ “চারটি বিষয় দুর্ভাগ্যের লক্ষণ, * কান্না না আসা, * অন্তর কঠিন হয়ে যাওয়া, * দীর্ঘ আশা করা, * এবং দুনিয়ার লোভে পতিত হওয়া।”

(আল জামেউস সগীর, ৬২ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ৯২১)

অন্তরের কঠোরতার আলামত:

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! জানতে পারলাম যে, আল্লাহ তাআলার রহমত থেকে দূরত্ব এবং শাস্ত দূর্ভাগ্যের একটি কারণ হলো, অন্তরের কঠোরতা। আজকাল অধিকাংশ লোকদের পেরেশানী, বিপদাপদ, আর্থিক দূরাবস্থা এবং ব্যবসায় প্রতিবন্ধকতার হা-হুতাশ করতে দেখা যায়, চিন্তা করা উচিত যে, এই সব বিপদের কারণ আমাদের অন্তরের কাঠোরতা এবং এর কারণে আল্লাহ তাআলার রহমত থেকে দূরত্ব তো নয়? কখনো এমন যেন না হয় যে, আমাদের অন্তরের কঠোরতার কারণে পাথর থেকেও বেশি কঠোর হয়ে গেছে এবং আমাদের এটির ব্যাপারে কোন খবর না নেই? নিঃসন্দেহে প্রত্যেক রোগের কিছু না কিছু আলামত থাকে, যার দ্বারা রোগ নির্ণয় করা সহজ হয়ে যায়, একইভাবে অন্তরের কঠোরতারও কিছু আলামত রয়েছে। আসুন, তা থেকে কয়েকটি শ্রবণ করি।

﴿১﴾ ইবাদতে অলসতা করা!

অন্তর কঠিন হওয়ার একটি আলামত এও যে, মানুষ নেক আমল থেকে দূরে থাকে, যদি কখনো মসজিদে যাওয়ার সৌভাগ্য হয়েও যায় তবে বিনয় ও নশ্রতা ছাড়া তাড়াতাড়ি এভাবে নামায পড়ে যেন খাঁচায় বন্দী পাখি, যে তাড়াতাড়ি মুক্ত হওয়ার চেষ্টা করছে। ঠিক এভাবে অন্যান্য ফরয ও ওয়াজিব সমূহও বোঝা মনে হতে থাকে। অন্তরের কঠোরতার এই আলামত খুবই মারাত্মক, কেননা কোরআনে পাকে মুনাফিকদেরও এসব আলামত বর্ণনা করা হয়েছে। যেমন- আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন:

وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كَسَالَى
 (পারা-৫, সূরা- নিসা, আয়াত-১৪২)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ:
 আর যখন নামাযে দাঁড়ায় তখন
 মনভোলা অবস্থায়,

ইবাদত মে লাগতা নেহী দিল হামারা, হে ইসইয়াঁ মে বদ মসত হাম ইয়া ইলাহী!

বড়ি কৌশিশে কি গুনাহ ছুড়নে কি, রহে আহ! নাকাম হাম ইয়া ইলাহী!

(ওয়সায়িলে বখশীশ, ১০৯, ১১০ পৃষ্ঠা)

আল্লাহ তাআলা আমাদের এই আপদ (অর্থাৎ অন্তরের কঠোরতা) থেকে মুক্তি দান করুক এবং আমাদের ইবাদত ও তিলাওয়াতে বিনয় ও নশ্রতা এবং একাগ্রতা ও অটলতার দৌলত দান করুক।

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ

﴿২﴾ উপদেশ প্রভাব বিস্তার না করা!

একইভাবে অন্তরের কঠোরতার একটি আলামত এও যে, যখন ওয়াজ ও নসিহত এবং আখিরাতে স্মরণমূলক কাজ বা হঠাৎ মৃত্যুর ঘটনা পড়ে বা শুনে কারো মনে আখিরাতে চিন্তা বা নেককাজে আগ্রহ সৃষ্টি না হয় তবে এটাও অন্তর কঠিন হওয়ার আলামত।

﴿৩﴾ আখিরাতের উপর দুনিয়াকে প্রাধান্য দেয়া!

অন্তরের কঠোরতার একটি আলামত এও যে, বান্দা চিরস্থায়ী অবস্থান আখিরাতের উপর এই দুনিয়ার অস্থায়ী জীবনকে প্রাধান্য দেয়া শুরু করে এবং দুনিয়াকে নিজের সবকিছু ভেবে তাকে পেতে অস্তির হয়ে যায়, এর ফলাফল এটা বের হয় যে, সেই ব্যক্তি দুনিয়ার ভালবাসায় অন্ধ হয়ে, গুনাহের অতল গহ্বরে হারিয়ে যায় তার দুনিয়া ও আখিরাতের ধ্বংস ছাড়া আর কিছু অর্জন হয় না।

﴿৪﴾ ঈমান দুর্বল হয়ে যাওয়া!

অন্তরের কঠোরতার একটি আলামত এও যে, যখন বান্দার সামনে আল্লাহ তাআলার বিধান লংঘন করা হয় এবং নির্লজ্জ ও বেহায়াপনার মাধ্যমে গুনাহের বন্যা বইয়ে দেয়, তখনও তার ঈমানী চেতনা জাগ্রত হয় না এবং সে এই মন্দ কাজকে থামায় না বা থামানোর ক্ষমতা না থাকাবস্থায় অন্তরে খারাপও জানে না তবে বুঝে নিতে হবে যে, তার অন্তর পাষণ হয়ে গেছে।

নফস ও শয়তান হো গেয়ী গালিব, ইন কে চুঙ্গল সে তু ছুড়া ইয়া রব!
করকে তাওবা মে পির গুনাহৌ মে, হো হি জাতা হৌ মুবতাল্লা ইয়া রব!
নি'ম জাঁ কর দিয়া গুনাহৌ নে, মরদে ইসইয়াঁ সে দে শিফা ইয়া রব!

(ওয়সায়িলে বখশীশ, পৃষ্ঠা ৭৯)

صَلِّ عَلَى اللَّهِ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ!

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এই আলামত এবং নিদর্শন সমূহ থেকে সম্পূর্ণরূপে ধারণা করা যায় যে, অন্তরের কঠোরতা কিরূপ বিপদজনক রোগ, অন্তরের কঠোরতা এমন একটি রোগ, যা বান্দাকে আল্লাহ তাআলার পথ থেকে সরিয়ে নফস ও শয়তানের অনুসারী বানিয়ে দেয়। অন্তরের কঠোরতা থেকে মুক্তি পাওয়ার একটি পদ্ধতি হলো যে, বান্দা যেন সেই কারণসমূহ সম্পর্কে ভাবে, যা অন্তরকে কঠিন করে দেয় এবং তা নির্মূল করার চেষ্টাও করে। আসুন! এ থেকে কয়েকটি কারণ শ্রবণ করি।

দুনিয়ার ভালবাসা:

﴿১﴾ অন্তরের কঠোরতার একটি কারণ, দুনিয়ার ভালবাসা, কেননা যখন দুনিয়ার ভালবাসা মানুষের অন্তরে ছেয়ে যায়, তখন অন্তর সেই দিকে মনযোগী হতে থাকে অতঃপর যিকিরুল্লাহ এবং ইবাদতে মন বসে না আর মানুষ দুনিয়ার খেল-তামাশায় এবং এর নশ্বর বাঁকজমকের মাঝে শান্তি খুঁজে বেড়ানোর চেষ্টা করে। প্রথমে অযথা ও গুনাহের কাজে দুনিয়াকে ধ্বংস করে অতঃপর আখিরাতেও অপমান ও অপদস্থতা তার পরিনতি হতে পারে।

﴿২﴾ অন্তরের কঠোরতার আর একটি কারণ, অহেতুক কথাবার্তা! বেশী কথা বলা বা চিন্তা ভাবনা না করে বলা, অন্যান্য আপদের পাশাপাশি অন্তরের কঠোরতার কারণও, কেননা মনের ভাব প্রকাশের মাধ্যমই হলো এই মুখ, এই মুখই মনের দরজা, যখনই মুখ চলবে মন ও মনন সেই দিকেই আকর্ষিত হয়, ফালতু এবং অকাজের কথাবার্তায় ব্যস্ততার কারণে মন ও মনন আল্লাহ তাআলার নিদর্শন সমূহ নিয়ে চিন্তা ভাবনা করার, নিজের আখিরাতে সাজানোর, মৃত্যু ও তার পরের অবস্থা সম্পর্কে ভাবার দিকে মনযোগ দিতে পারে না, এভাবেই অন্তর এমনিতেই কঠিন হতে শুরু করে, সুতরাং আল্লাহর হাবীব صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর ফরমান হচ্ছে: “হে লোকেরা! যিকিরুল্লাহ ছাড়া অন্য বাক্য অধিকহারে বলো না! কেননা অধিকহারে কথাবার্তা বলা অন্তর কঠিন হওয়ার কারণ এবং নিশ্চয় লোকদের মধ্যে আল্লাহ তাআলার দূরবর্তী সেই, যার অন্তর কঠিন হয়ে গিয়েছে।” (তিরমীধি, কিতাবুয যুহুদ, মা'জা ফি হিফযুল লিসাম, ৪/১৮৪, হাদীস নং-২৪১৯)

﴿৩﴾ অন্তরের কঠোরতার আর একটি কারণ, অধিকহারে হাসা, হুযূরে আকরাম, নূরে মুজাস্‌সম صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর উপদেশ মূলক ফরমান হচ্ছে: “অধিহারে হাসিও না! কেননা অধিক হাসি অন্তরকে মৃত (অর্থাৎ কঠোর) বানিয়ে দেয়।” (ইবনে মা'জাহ, কিতাবুয যুহুদ, ৪/৪৬৫, হাদীস নং-৪১৯৩) এবং অত্যধিক হাসির ক্ষতি বর্ণনা করতে গিয়ে নবী করীম, রউফুর রহীম, রাসুলে আমীন صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেন: “অত্যধিক হাসি থেকে বেঁচে থেকো কেননা হাসি চেহারার নুরানিয়্যতকে দূর করে দেয়।”

(আত তারগীব ওয়াত তারহিব, কিতাবুল আদব, ৩/৩৪০, হাদীস নং-২৭, সংক্ষেপিত)

﴿৪﴾ অন্তরের কঠোরতার চতুর্থ কারণ, আল্লাহ্ তাআলার স্মরণে অমনোযোগী হওয়া, কেননা প্রতিটি অন্তরের চারটি অবস্থা থাকে: (১) উচ্চতা, (২) প্রশস্ততা, (৩) হীনতা এবং (৪) কঠোরতা, আর অন্তরের উচ্চতা যিকিরুল্লাহর মধ্যে, এর প্রশস্ততা আল্লাহ্ তাআলার সন্তুষ্টি পাওয়ার মধ্যে, এর হীনতা আল্লাহ্ ছাড়া অন্যের প্রতি ব্যস্ত হওয়ার মধ্যে এবং এর কঠোরতা আল্লাহ্ তাআলার স্মরণ থেকে উদাসীনতার মধ্যে। (শাহেরা আউলিয়া, ১০ পৃষ্ঠা)

﴿৫﴾ অন্তরের কঠোরতার আর একটি কারণ, পেট ভরে খাওয়া, জি হ্যাঁ! পেট ভরে খাওয়াতে যেমনি ইবাদতে অলসতা এবং স্বাস্থ্য খারাপ হয়ে যায়, তেমনি এর আরো একটি ক্ষতি হলো যে, পেট ভরে খাওয়া অন্তরকে কঠিন বানিয়ে দেয়, হযরত সাযিয়্যুনা বশর বিন হারেস رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ বলেন: “যেই অভ্যাস অন্তরকে কঠিন বানিয়ে দেয়, তার মধ্যে অধিক আহারও রয়েছে।” (হিলইয়াতুল আউলিয়া, বশর বিন হারেস, ৮/৩৯২, সংক্ষেপিত) হযরত সাযিয়্যুনা মারুফ কারখী رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ বলেন: “অধিক আহার অন্তর কঠোর হওয়ার কারণ।” (হিকায়তে আউর নসিহতে, ৩৫০ পৃষ্ঠা)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! জানা গেলো, অন্তরের কঠোরতার একটি কারণ দুনিয়ার ভালবাসা এবং ফরমানে মুস্তফা صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ অনুসারে দুনিয়ার ভালবাসা সকল রোগের মূল। অন্তরের কঠোরতার দ্বিতীয় কারণ আমরা শুনলাম যে, অহেতুক কথাবার্তা বলাও অন্তরকে কঠোর করে দেয়। আফসোস! আমাদের অধিকাংশেরই সর্বদা অহেতুক কথাবার্তা এমনকি অশ্লীল কথাবার্তাও থামতে চায় না, নবী করীম, রউফুর রহীম صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেন: “অশ্লীল কথাবার্তা কঠিন হৃদয় থেকে এবং কঠিন হৃদয় আগুন থেকে।” (তিরমীধি, কিতাবুস সবর ওয়াস সিলাহ, বাবু মা'যা ফিল হায়া, ৩/৪০৬, হাদীস নং-২০১৬) অন্তরের কঠোরতার একটি কারণ অত্যাধিক হাসতে থাকা। আমীরুল মুমিনিন হযরত সাযিয়্যুনা ওমর ফারুক رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ বলেন: “যে ব্যক্তি অধিক হাসে, তার প্রভাব ও প্রতিপত্তি চলে যায় এবং যে ব্যক্তি অধিক কৌতুক করে, সে অন্যদের নজরে ছোট হয়ে যায়।” (ইহইয়াউল উলুম, ৩/১৩৭)

তাছাড়া আল্লাহ তাআলার যিকিরে অমনোযোগী এবং অত্যাধিক গুনাহ ছাড়াও পেট ভরে আহার করাও অন্তরের কঠোরতার কারণ, অথচ খাবারের মহান সুন্নাত হলো যে, যখন ক্ষুধা লাগবে তখনই আহার করবে, নয়তো ক্ষুধা ছাড়া খাবার খেলে শক্তি কি অর্জিত হবে? বরং স্বাস্থ্য খারাপ এবং অন্তরও কঠোর হয়ে যাবে।

ইলাহী মে উমদা গিজায়ে না খা'ও, গমে মুস্তফা মে বস আ'সৌ বাহা'ও।

صَلِّ عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ

অন্তরের কঠোরতার ক্ষতি সমূহ:

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! মানুষ সর্বদা সেই বস্তু অর্জন করার চেষ্টায় থাকে, যাতে উপকারীতা দৃষ্টি গোছর হয়, আর সেই বস্তু যা ক্ষতির কারণ, সকল বিবেকবান মানুষ এমন বস্তু থেকে দূরে থাকার চেষ্টা করে। অন্তরের কঠোরতায়ও নিঃসন্দেহে কোন উপকারীতা নেই বরং শুধুই ক্ষতি আর ক্ষতি। যখন বান্দার অন্তর কঠিন হয়ে যায় তখন সে কি কি ক্ষতির সম্মুখিন হতে পারে? আসুন! এও শুনে নিই। যেমন...

প্রথম ক্ষতি:

অন্তরের কঠোরতার একটি ক্ষতি হলো, বান্দা গুনাহে নির্ভীক হয়ে যায়, তার কবরের ভয়, কিয়ামতের ভয়, আখিরাতের হিসাব এবং জাহান্নামের আযাবের কোন পরোয়া থাকে না, সকল প্রকার উপদেশ থেকে উদাসীন হওয়ার পাশাপাশি এরূপ মানুষ নিঃশঙ্ক ও মুখে যা আসে বলে দেয়, এর ফলে অনেক সময় মানুষ আল্লাহ তাআলা ও তাঁর মাদানী হাবীব, হাবিবে লবীব صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর দরবারে ঔদ্ধত্য আচরণ করে ঈমানহারা হয়ে যায়। প্রসিদ্ধ মুফাসসীর, হাকীমুল উম্মত হযরত মুফতী আহমদ ইয়ার খাঁন رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ বলেন: “যে ব্যক্তির মুখ বেপরোয়া হয়ে যায় যে, সকল ভাল-খারাপ কথা বাধাহীন ভাবে মুখ দিয়ে বের হয়ে আসে, তখন বুঝে নিন যে, তার অন্তর কঠিন হয়ে গেছে, তার কোন লজ্জা নেই। কঠোরতা হচ্ছে সেই বৃক্ষ, যার শিকড় মানুষের অন্তরে এবং এর শাখা প্রশাখা দোষখে। এরূপ নির্ভীক ব্যক্তির পরিনতি এমন হয় যে, সে আল্লাহ তাআলা ও রাসুলুল্লাহ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর দরবারেও বেআদবী করে অবশেষে কাফের হয়ে যায়। (মিরআত, ৬/৬৪১)

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ

দ্বিতীয় ক্ষতি:

অন্তরের কঠোরতার ক্ষতি এও যে, বান্দা আল্লাহ তাআলার ইবাদত, কোরআনে পাকের তিলাওয়াত এবং নেক আমল থেকেও বঞ্চিত হয়ে যায়, অথচ আমাদের জীবনের লক্ষ্যই হলো আল্লাহ তাআলার ইবাদত এবং নেক আমলের দিকে মুহাব্বত রাখা। যেমন- আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন:

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا

لِيَعْبُدُونِ ﴿٢١﴾ (পারা-২৭, যারিআত, ৫৬)

অপর এক জায়গায় ইরশাদ করেন:

الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ
لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا ۗ

(পারা-২৯, সুরা মূলক, আয়াত-২)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: এবং আমি জ্বিন ও মানব এই জন্যই সৃষ্টি করেছি যে, আমার ইবাদত করবে।

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: তিনি, যিনি মৃত্যু ও জীবন সৃষ্টি করেছেন, যাতে তোমাদের পরীক্ষা হয়ে যায়- তোমাদের মধ্যে কার কর্ম অধিক উত্তম।

চিন্তা করুন! আমাদের জীবনের লক্ষ্য হচ্ছে, আল্লাহ তাআলার ইবাদত এবং অধিকহারে নেক আমল করা, কিন্তু অন্তরের কঠোরতা এমন এক রোগ, যার কারণে মানুষ নিজের জীবনের লক্ষ্যকেও ভুলে যায়।

তৃতীয় ক্ষতি:

অন্তরের কঠোরতার একটি ক্ষতি এও যে, এর মারাত্মক প্রভাবে পূর্বের নেক আমল সমূহ নষ্ট হয়ে যায়। যেমন- নবী করীম, রউফুর রহীম صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেন: “ছয়টি বিষয় আমলকে নষ্ট করে দেয়। (১) সৃষ্টির ত্রুটি অশ্বেষণে লেগে থাকা, (২) অন্তরের কঠোরতা, (৩) দুনিয়ার ভালবাসা, (৪) লজ্জা কম হওয়া, (৫) দীর্ঘ আশা করা, (৬) অতিরিক্ত অত্যাচার।”

(কানযুল উম্মাল, কিতাবুল মাওয়াযেয, অংশ-১৪, ৮/৩৬, হাদীস নং-৪৪০১৬)

চতুর্থ ক্ষতি:

অন্তরের কঠোরতার একটি ক্ষতি এও যে, বান্দা আল্লাহ তাআলার অসন্তুষ্টি এবং তাঁর পক্ষ থেকে লানত (অর্থাৎ তাঁর রহমত থেকে দূরত্ব) এর হকদার হয়ে যায়। যেমন- হযরত সায়্যিদুনা আলী رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ থেকে বর্ণিত, তাজেদারে রিসালত, শাহানশাহে নবুয়ত, মুস্তফা জানে রহমত صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেন: “আমার উম্মতের দয়ালু মন ব্যক্তিদের নিকট উপকার অন্বেষণ করো, তাদের নিকট অবস্থান করো এবং পাষণ হৃদয় ব্যক্তিদের নিকট উপকার চেয়েও না কেননা তাদের উপর লানত অবতীর্ণ হয়।” (আল মুসতাদরিফ, কিতাবুর রিকাক, ৫/৪৫৮, হাদীস নং-৭৯৭৮)

ইয়া রব পায়ে রযা মুঝে ওহ আ'খ দে কেহ জু, ইশকে রাসূলে পাক মে আঁসু বাহা সাকে।

ওহ আগ মেরে সীনে মে আকা লাগায়ে, পাখর সে সখত দিল কো ভি জু কেহ জালা সাকে।

(ওয়সায়িলে বখশীশ, ৪১২ পৃষ্ঠা)

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ

ফিকরে মদীনা!

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! যেমনটি আমরা শুনলাম যে, অন্তরের কঠোরতার চারটি ক্ষতি সম্পর্কে, আমরা তানযিমী ভাবে নিজের পরিসংখ্যান করি, যেমন- সেই ইসলামী ভাই, যে পূর্বে মাদানী পরিবেশে সম্পৃক্ত ছিলো, মাদানী কাজে আগ বেড়ে অংশগ্রহন করতো, সদায়ে মদীনা দিয়ে মুসলমানদের নামাযের জন্য জাগাতো, কিন্তু এখন নামাযের জন্য উঠাও কঠিন মনে হয়। সেই ইসলামী ভাই একটিবার ভাবুন, যে এক সময় মাদানী দরস (ফয়যানে সুন্নাতে দরস) এর মাধ্যমে সুন্নাতে মাদানী ফুল আশিকানে রাসূলের নিকট পৌঁছাতেন, কিন্তু এখন সেই মাদানী কাজ থেকে বঞ্চিত। সেই ইসলামী ভাই একটিবার ভাবুন, যে কোন এক সময় চৌক দরসের মাধ্যমে মুসলমানদের ডেকে ডেকে গুনাহ থেকে বাচাঁর এবং নেকীর প্রতি উৎসাহিত করতো, কিন্তু এখন চৌক দরস দিতে লজ্জা অনুভূত হয়। সেই ইসলামী ভাই একটিবার ভাবুন, যে একটি সময় ছিলো বড়ই আনন্দচিত্তে ও আগ্রহ সহকারে কোরআনে করীমের ভালবাসায় মাদরাসাতুল মদীনা বালোগানে পড়তেন বা পড়াতেন, কিন্তু এখন নেকীর সেই মহান মাদানী কাজের জন্য সময় পাওয়া যায় না।

সেই ইসলামী ভাই ভাবুন, যে একটি সময় ছিলো সাপ্তাহিক ইজতিমার জন্য পুরো সপ্তাহ আশিকানে রাসূলের সাপ্তাহিক ইজতিমার জন্য দাওয়াত দিতেন এবং নিজে আসরের নামাযের পর থেকে গোছানো শুরু করে দিতেন, অতঃপর শুরু থেকেই সাপ্তাহিক ইজতিমায় অংশগ্রহন, রাতে ইতিকাফ, তাহাজ্জুদের নামায, সদায়ে মদীনা, ফযরের নামায ও নামাযের পর মাদানী হালকার বরকত দ্বারা ধন্য হতো, কিন্তু আজ অনেক সময় সাপ্তাহিক ইজতিমায় শরীকও হতে পারেন না। সেই ইসলামী ভাইয়েরা ভাবুন, যারা এক সময় প্রতি সপ্তাহে এলাকাযী দাওরা বরায়ে নেকীর দাওয়াতে অংশগ্রহন করে ঘরে ঘরে, দোকানে দোকানে গিয়ে নেকীর দাওয়াতের সাড়া জাগিয়েছেন, কিন্তু আজ গুনাহের বন্যায় মুসলমানদের ভাসতে দেখেও ঈমানী চেতনা সৃষ্টি হয়না, সেই উদ্দীপনা নেকীর এই মাদানী কাজে অংশ নেয়ার জন্য জাগ্রত হয়না। সেই ইসলামী ভাইয়েরা কল্পনা করুন, যখন মাদানী কাফেলায় সফর করানোর উৎসাহে এক একজন ইসলামী ভাইকে মাদানী কাফেলায় সফর করানোর জন্য তৈরী করার চেষ্টায় সচেষ্ট ছিলো, এই মাদানী কাজের জন্য খুবই ইনফিরাদী কৌশিশ করতেন, কিন্তু আজ যদি কেউ মাদানী কাফেলায় সফরের দাওয়াতও দেয় তবে তাল-বাহানা করে সমস্যা উপস্থাপন করে দেয়া হয়। সেই ইসলামী ভাইয়েরা কল্পনা করুন, যখন মাদানী ইনআমাতের উপর আমল করে সুনাতের জীবন্ত প্রতিচ্ছবি হয়ে থাকতেন, কিন্তু আজ তাদের মাদানী ইনআমাতের উপর আমল করা অনেক কঠিন মনে হয়। আমরা সবাই একবার ভাবি, এমন তো নয় যে, গুনাহের ভয়াবহতা এবং অন্তরের কঠোরতার কারণেই আমরা নেকীর কাজে অংশগ্রহন করা থেকে বঞ্চিত হচ্ছি, এমন তো নয় যে, গুনাহের ভয়াবহতা এবং অন্তরের কঠোরতার কারণেই আমাদের থেকে নেককাজের তৌফিক ছিনিয়ে নেয়া হয়েছে।

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! যে সকল ইসলামী ভাই মাদানী পরিবেশ থেকে দূরে বা যেলী হালকার ১২ মাদানী কাজে তেমন আগ্রহ নেই, পূর্বে যেভাবে চেতনা ও উৎসাহ নিয়ে মাদানী কাজ করতো, এমন ইসলামী ভাইদের সম্পর্কে কখনো এমন কোন কুধারণাকে আপনার অন্তরে স্থান দিবেন না যে, অমুক তো গুনাহের কারণে এই এই মাদানী কাজে বঞ্চিত রয়েছে,

অমুক তো অন্তরের কঠোরতার কারণে এখন এই মাদানী কাজ করছে না, বরং আমাদেরকে প্রত্যেক মুসলমান সম্পর্কে সুধারণা রাখা চাই। আমাদেরও সর্বদা আল্লাহ্ তাআলার গোপন রহস্য সম্পর্কে ভীত থাকা উচিত, কেননা আমলের আস্থা শেষ পরিনতির উপর নির্ভরশীল, আল্লাহ্ তাআলা আমাদের ঈমান এবং ক্ষমার সহিত সবুজ গুম্বুজের নীচে শাহাদাতের মৃত্যু দান করুক, জান্নাতুল বাকীতে দাফন এবং জান্নাতুল ফিরদাউসে আপনার প্রিয় হাবীব صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর প্রতিবেশীত্ব দান করুক। آمين بجاه النبي الأمين صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ

মুসলমাঁ হে আন্তর তেরী আঁতা সে,
হো ঈমান পর খাতেমা ইয়া ইলাহী!

(ওয়াসায়িলে বখশীশ, ১০৫ পৃষ্ঠা)

صَلِّ اللهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ!

অন্তরের কঠোরতার চিকিৎসা!

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! যদি আমাদের কোন মারাত্মক রোগ দেখা দেয় তবে আমরা অস্থির হয়ে যাই এবং এর থেকে মুক্তির জন্য চিকিৎসা শুরু করে দেই। কিন্তু অন্তরের কঠোরতা যা এতই মারাত্মক বাতেনী রোগ, যা দুনিয়া ধ্বংসের পাশাপাশি আখিরাতের অপমান ও অপদস্থতার কারণও হতে পারে, সুতরাং আমাদেরও উচিত যে, অন্তরের কঠোরতার চিকিৎসা স্বরূপ এমন কাজ করা, যা অন্তরকে নরম করার সহায়ক হয়। আসুন! এর মধ্য হতে কয়েকটি শ্রবণ করি।

আল্লাহ্ তাআলার ভয় সৃষ্টি করুন!

অন্তরকে নরম করার কাজের মধ্যে একটি এও যে, অধিকহারে কোরআনে পাকের তিলাওয়াত করা এবং যেই আয়াতে মোবারাকায় আল্লাহ্ তাআলার আযাবের বর্ণনা রয়েছে, সেগুলো নিয়ে চিন্তা ভাবনা করুন, إِنَّ شَاءَ اللهُ عَزَّوَجَلَّ এর বরকতে অন্তরে খোদাভীতি সৃষ্টি হবে এবং অন্তরও নরম হবে। যেমন- পারা ২৩, সুরা যুমার এর ২৩ নং আয়াতে আল্লাহ্ তাআলা ইরশাদ করেন:

اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابًا
مُّتَشَابِهًا مَّثَانِيًّا ۖ تَقْشَعِرُ مِنْهُ
جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ثُمَّ
تَلَيْنُ جُلُودَهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَىٰ ذِكْرِ
اللَّهِ ۗ

(পারা-২৩, সূরা যুমার, আয়াত-২৩)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: আল্লাহ্ অবতীর্ণ করেছেন সর্বাপেক্ষা উত্তম কিতাব, যা প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত এক ধরনের, পুনঃপুনঃ বর্ণনা সম্পন্ন, সেটার কারণে (ভয়ে) লোম খাড়া হয়ে যায় তাদেরই শরীরের উপর, যারা আপন রবকে ভয় করে, অতঃপর তাদের চামড়া ও হৃদয় নম্র হয়ে পড়ে আল্লাহ্র স্মরণের প্রতি আগ্রহে।

আহ! আমাদেরও যদি প্রতিদিন কোরআনে পাক তিলাওয়াত করার সৌভাগ্য নসীব হয়ে যেতো, আহ! আয়াতে মোবারাকা নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করার কারণে খোদাভীতি নসীব হয়ে যেতো, আহ! আমাদের মনের উদাসীনতার পর্দা ছিন্ন হয়ে যেতো, আহ! মন্দ মৃত্যুর ভয় এবং সর্বদা আপন পরওয়ারদিগারের অসম্ভষ্টির চিন্তা লেগেই থাকতো, কিন্তু আফসোস! শত কোটি আফসোস!! এর কোন অনুভূতিই আমাদের নেই, আমরা আমাদের শৈশব, যৌবন ও বৃদ্ধাকালের কত যে সময় দুনিয়ার অহেতুক কাজে নষ্ট করে দিয়েছি, আমরা কি এই সময়ে অন্তরে কখনো খোদাভীতি অনুভব করেছি? কখনো কি আমাদের চোখে আল্লাহ্ তাআলার ভয়ে অশ্রু ঝরেছে? কখনো কি কোন গুনাহের জন্য বাড়ন্ত কদম, এর কারণে অর্জিত শান্তির কথা ভেবে ফিরে এসেছে? কখনো কি রব তাআলার অসম্ভষ্টির কথা ভেবে আমাদের গুনাহের প্রতি ভয় অনুভূত হয়েছে?

যদি এর উত্তর হ্যাঁ হয়, তবে ভাবুন যে, যদি আমরা এই অবস্থাকে অনুভবও করে থাকি তবে কি খোদাভীতির আমলী চাহিদাকে মেনে চলার সৌভাগ্য অর্জন করেছি নাকি শুধু এই অবস্থা অন্তরে অনুভূত হওয়াতেই সন্তুষ্ট হয়ে গেছি যে, আমরা আল্লাহ্ তাআলাকে ভয়কারীদের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত এবং বিভিন্ন গুনাহের মাধ্যমে নিজের আমলনামাকে কালো করার কাজ চলমান রেখেছেন। আর যদি ঐ প্রশ্ন সমূহের উত্তর না সূচক হয়, তবে ভেবে দেখুন, এমনতো নয় যে, গুনাহের আধিক্যের ফলে আমাদের অন্তর পাথরের মতো কঠিন হয়ে গেছে,

যার কারণে আমরা আজ পর্যন্ত সেই অবস্থা থেকে বঞ্চিত? যদি আসলেই এমন হয় তবে উদ্বেগের বিষয় যে, আমাদের এই অন্তরের কঠোরতা এবং এর কারণে সৃষ্ট উদাসীনতা যেন আমাদের জাহান্নামের অতল গহ্বরে নিক্ষেপ না করে। وَالْعِيَادُ بِاللَّهِ تَعَالَى

গুনাহ লমহা বা লমহা হয়! আব বাড়তে হি জাতা হে,

নেহী পর ইস পে হয় কুহ নাদামত ইয়া রাসুল্লাহ!

গুনাহ কর কর কে হয়! হো গেয়া দিল সখত পাখর সে,

করৌ কিস সে কাহাঁ জা'কর শিকায়াত ইয়া রাসুল্লাহ!

মে বাচনা চাহতা হৌ হয়! ফির ভি বাচ নেহী পাতা,

গুনাহৌ কি পড়ি হে আদত ইয়া রাসুল্লাহ!

কমর আ'মালে বদ নে হয়! মেরী তোড় কর রাখ দি,

তাবাহি সে বাচালো জানে রহমত ইয়া রাসুল্লাহ!

(ওয়াসায়িলে বখশীশ, ৩২৮ পৃষ্ঠা)

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ

উত্তম সঙ্গ অবলম্বন করা:

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! অন্তরে কোমলতা সৃষ্টির একটি পদ্ধতি এও যে, মন্দ ব্যক্তির সঙ্গ থেকে দূরে থাকুন এবং নেক পরহেজগার ব্যক্তির সঙ্গ অবলম্বন করুন। প্রসিদ্ধ মুফাসসীর, হাকীমুল উম্মত মুফতী আহমদ ইয়ার খাঁন নঈমী رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ বলেন: “যেমন লোহা নরম হয়ে সরঞ্জামাদি, সোনা নরম হয়ে অলঙ্কার, মাটি নরম হয়ে ক্ষেত-খামার এবং আটা নরম হয়ে রুটি ইত্যাদি তৈরী হয়, ঠিক তেমনই মানুষের মন নরম হয়ে ওলী, সূফী, আরিফ ইত্যাদি হয়। অন্তরের কমনীয়তা আল্লাহ তাআলার অনেক বড় নেয়ামত, অন্তরের এই কমনীয়তা বুয়ুর্গদের সঙ্গ এবং তাঁদের পবিত্র বাক্যালাপ থেকে নসীব হয়।” (মিরাতুল মানাযিহ, ৭/২) এবং নেককার লোকদের সঙ্গ অবলম্বন করার আদেশ তো আল্লাহ তাআলা স্বয়ং কোরআনে পাকের ১১তম পারায় সূরা তাওবার ১১৯ নং আয়াতে ইরশাদ করেছেন:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَ

كُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ ﴿١١٩﴾

(পারা-২৩, সূরা যুমার, আয়াত-২৩)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: হে

ঈমানদারগণ! আল্লাহকে ভয় করো এবং

সত্যবাদীদের সাথে থাকো।

মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত তাফসীর “সীরাতুল জিনান” এর ৪র্থ খন্ডের ২৫৮ নং পৃষ্ঠায় রয়েছে যে, এই আয়াত দ্বারা নেককার লোকদের সংস্পর্শে বসারও প্রমাণ পাওয়া যায়, কেননা তাঁদের সাথে থাকার একটি পছন্দ হলে তাঁদের সঙ্গ অবলম্বন করা এবং তাঁদের সঙ্গ অবলম্বন করার একটি প্রভাব এরূপ হয় যে, তাঁদের আচরণ ও চরিত্র এবং উত্তম আমল সমূহ দেখে নিজেরও গুনাহ থেকে বাঁচার এবং নেককাজ করার তৌফিক অর্জিত হয় আর একটি প্রভাব এরূপ হয় যে, অন্তরের কঠোরতা নিঃশেষ হয়ে যায় এবং এতে ভাবাবেগ ও কমণীয়তা অনুভূত হয়, ঈমান সহকারে মৃত্যু এবং কবর ও হাশরের ভয়াবহ অবস্থার ভাবনা নসীব হয়, এজন্য প্রত্যেক মুসলমানের উচিত যে, তারা যেন নেক বান্দাদের সাথে সংস্পর্ক গড়ে এবং তাঁদের সঙ্গ অবলম্বন করে আর যে কারোরই সঙ্গ অবলম্বন করার পূর্বে ভেবে দেখুন যে, সে কার সঙ্গ অবলম্বন করছেন। হযরত আবু হুরায়রা رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ থেকে বর্ণিত যে, তাজেদারে রিসালত, শাহানশাহে নবুয়ত, মুস্তফা জানে রহমত صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেন: “মানুষ তার বন্ধুর দ্বীনের উপর থাকে, তখন তার দেখা উচিত যে, সে কার সাথে বন্ধুত্ব করছে।” (তিরমীধি, ৪/১৬৭, হাদীস নং-২৩৮৫) এবং দ্বীনদার বন্ধুর খোঁজ করতে উৎসাহ দিয়ে হযরত সাযিয়্যুদুনা ওমর ফারুক رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ বলেন: “সত্যিকার বন্ধু খোঁজ করো এবং তার আশ্রয়ে জীবন অতিবাহিত করো, কেননা সে আনন্দের সময়ে সৌন্দর্য এবং বিপদের সময় সহায় স্বরূপ। এবং কোন গুনাহগারের সঙ্গ অবলম্বন করো না, নয়তো তার থেকে গুনাহ করাই শিখবে। (ইহইয়াউল উলুম, ২/২১৪)

নেক বান্দার দোয়ায় আমিন বলার বরকত

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! দুনিয়া ও আখিরাতকে সাজানোর জন্য, দ্বিনি ব্যস্ততা এবং দুনিয়াবী প্রয়োজনীয় কাজের পর নির্জনতা অর্থাৎ একাকিত্বতা অবলম্বন করণ বা শুধুমাত্র এমন গম্ভীর এবং সুন্নাহের অনুসারী ইসলামী ভাইয়ের সঙ্গ অর্জন করণ, যার কথায় খোদাভীতি ও ইশ্কে মুস্তফা صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ বৃদ্ধি পায় এবং যিনি মাঝে মাঝে প্রকাশ্য গুনাহ ও বাতেনী রোগ নির্ণয় করে আর এর চিকিৎসাও বলে দেন। এমন নেক বান্দার খিদমতে উপস্থিতির সৌভাগ্য অনেক সময় ক্ষমারও কারণ হয়ে যায়,

যেমন- হযরত আল্লামা জালালুদ্দীন সূয়ুতী শাফেয়ী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ “শরহুস সুদূর” এর উদ্ধৃত করেন: হযরত সাযিয়দুনা ইয়াজিদ বিন হারুন رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ বলেন: আমি হযরত সাযিয়দুনা আবু ইসহাক মুহাম্মদ বিন ইয়াজিদ ওয়াসেতি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ কে স্বপ্নে দেখে জিজ্ঞাসা করলাম: ‘আল্লাহ্ তাআলা আপনার সাথে কিরূপ আচরণ করেছেন?’ তখন তিনি বললেন: ‘আমাকে ক্ষমা করে দিয়েছেন।’ আমি জিজ্ঞাসা করলাম: ‘ক্ষমা করার কারণ কি ছিলো?’ বললেন: ‘একবার হযরত সাযিয়দুনা আবু আমের বসরী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ জুমার দিনে আমার নিকট তাশরীফ এনেছিলেন এবং দোয়া করেন, তখন আমি আমীন বলেছিলাম, ব্যাস! এই কারণে ক্ষমা হয়ে গেলো।’

(শরহুস সুদূর, পৃষ্ঠা ২৮২। কিতাবুল মানামাত মা’আ মাওসুআতু ইবনে আবিদ দুনিয়া, ৩/১৫৬, নাম্বার-৩৩৭)

মুঝে বে হিসাব বখশ দে মেরে মওলা, তুঝে ওয়াসেতা নেক বান্দোঁ কা ইয়া রব!

১২ মাদানী কাজের একটি কাজ “সদায়ে মদীনা”

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! বর্তমান যুগে মুসলমান দ্বীন থেকে অনেক দূরে সরে যাচ্ছে। কিছু এমন রয়েছে যে, যারা দুনিয়ার বিভিন্ন কাজে এমনভাবে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে যে, তাদের আখিরাতের সম্বল অর্জনের ব্যাপারে কোন চিন্তাই নেই, সুন্নাত ও নফল আদায় তো দূর, অধিকাংশরা ফরয নামাযই কাযা করে দিচ্ছে। একারণেই আমাদের মসজিদ সমূহ বিরানে পরিনত হয়েছে, এমন পরিস্থিতিতে এগুলো আবার আবাদ করার অঙ্গীকার করা এবং এই অঙ্গীকারকে বাস্তবে রূপ দেয়ার জন্য চেষ্টা করে যাওয়া নিঃসন্দেহে সৌভাগ্যের চেয়ে কম নয়। এর জন্য চেষ্টা করুন এবং মাদানী ইনআম নাম্বার ৩৫ এর উপর আমল করে সদায়ে মদীনা লাগান এবং মসজিদ আবাদ করণে দা’ওয়াতে ইসলামীকে সহযোগীতা করুন। আসুন! শুনে নিই যে মাদানী ইনআম নাম্বার ৩৫ এ কি রয়েছে:

শায়খে তরিকত, আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَهُ ইসলামী ভাইদের ৭২টি মাদানী ইনআমাত থেকে মাদানী ইনআমাত নাম্বার ৩৫এ বলেন: “আপনি কি আজ সদায়ে মদীনা লাগিয়েছেন?” (দা’ওয়াতে ইসলামীর মাদানী পরিবেশে ফযরের নামাযের জন্য মুসলমানদের জাগানোকে সদায়ে মদীনা লাগানো বলে থাকে)

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! হতে পারে আমাদের ইনফিরাদী কৌশিশের কারণে কেউ পাক্কা নামাযী হয়ে গেলো এবং আমাদের জন্য সদকায়ে জারিয়্যার ওসিলা হয়ে গেলো। আসুন! উৎসাহ বৃদ্ধির জন্য এক মাদানী বাহার শ্রবণ করি।

বে-নামাযী, নামাযী হয়ে গেলো

সরদারাবাদ (ফয়সাল আবাদ, পাঞ্জাব, পাকিস্তান) এর হাজবীরি টাউন, মহল্লা বেলালগঞ্জ এর এক ইসলামী ভাইয়ের বর্ণনার সারর্মম হচ্ছে, দা'ওয়াতে ইসলামীর পূত-পবিত্র পরিবেশে সম্পৃক্ত হওয়ার পূর্বে **مَعَاذَ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ** আমি এক মর্ডান, ক্লিন সেভড ছিলাম, সিনেমা-নাটক দেখা এবং গান-বাজনা শুনা আমার প্রিয় শখ ছিলো, পাঁচ ওয়াক্ত নামায তো দূরের কথা জুমা থেকেও বঞ্চিত থাকতাম। একদিন কোন এক আত্মীয়ের বাড়িতে যাওয়া হলো, সেখানে বসে বসে হঠাৎ আমার দৃষ্টি আলমারীতে রাখা একটি ইসলামী কিতাবে গিয়ে পড়লো, আমি সেই কিতাব নিলাম এবং পড়তে শুরু করলাম। কিতাবটি খুবই ভাল ছিলো তাই আমার মনে দ্বিনি কিতাব পড়ায় আগ্রহ সৃষ্টি হলো, সুতরাং আমি আমার বন্ধু হতে পড়ার জন্য কিছু কিতাব চাইলাম, সে আমাকে কবর এবং আখিরাত সম্পর্কিত আমীরে আহলে সুনাত **دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَةِ** এর কিছু রিসালা দিলেন।

যখন আমি এই রিসালা গুলো পড়লাম তখন আমার মধ্যে কাঁপুনি সৃষ্টি হয়ে গেলো, আমার চোখ থেকে অশ্রু বইতে শুরু করলো আর আমার মধ্যে অনুভূতি সৃষ্টি হলো যে, আমি এতদিন উদাসীনতার জীবন অতিবাহিত করে আসছি। সেই মুহূর্তেই আমি সত্য অন্তরে গুনাহে ভরা জীবন থেকে তাওবা করলাম, নামাযী হয়ে গেলাম। দা'ওয়াতে ইসলামীর সাপ্তাহিক সুনাতে ভরা ইজতিমায় অংশগ্রহন করতে লাগলাম। চেহারায দাঁড়ি মোবারক আর মাথায় পাগড়ী শরীফ সাজিয়ে নিলাম এবং দা'ওয়াতে ইসলামীর সুবাশিত মাদানী পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে গেলাম। (কালো বিচ্ছ, ২৮ পৃষ্ঠা)

صَلِّ اللَّهَ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ
صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ!

সরলতা (অনাড়ম্বতা) অবলম্বন করণ

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! অন্তরে কোমলতা সৃষ্টি করার জন্য খাবারের পাশাপাশি পোশাকেও সরলতা অবলম্বন করা উচিত এবং সম্ভব হলে কাপড়ে তালিও লাগান, কেননা তালিযুক্ত কাপড় পরিধানে অন্তর নরম হয়। একবার আমীরুল মুমিনিন হযরত মওলায়ে কায়েনাত, আলউল মুরতাদা, শেরে খোদা كَرَّمَ اللهُ تَعَالَى وَجْهَهُ الْكَرِيمِ এর খিদমতে আরয করা হলো: আপনি জামায় তালি কেন লাগান? তিনি ইরশাদ করলেন: يُخْشَعُ الْقَلْبُ وَيُقْتَدَى بِهِ الْمُؤْمِنُ অর্থাৎ এতে অন্তর নরম থাকে এবং মুমিন এর অনুসরণ করে (অর্থাৎ মুমিনের অন্তর নরমই থাকা চাই)। (হিলইয়াতুল আউলিয়া, ১/১২৪)

সাদা পোশাকের ফযীলত

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা শুনলেন তো! তালিযুক্ত পোশাক পরিধানে মুমিনের অন্তর নরম হয়, কিন্তু বর্তমান যুগে মুসলমানদের অবস্থা এমন যে, অমুসলিমদের অনুকরণ করতে গিয়ে নতুন নতুন ডিজাইন এবং বিভিন্ন ধরনের ফাটা-ছেড়া পোশাক পরিধানে গর্ব বোধ করে এবং এই ধরনের পোশাক পরিধান করাকে নিজের সম্মান মনে করে। মনে রাখবেন! মানুষের সম্মান ও মহত্বের পরিচয় পোশাক দ্বারা নয় বরং তার আচরণ দ্বারা হয়। কারো পোশাক তো অনেক দামি কিন্তু তার আচার-আচরণ ঠিক নয়, তবে কোন কেউ এরূপ ব্যক্তিকে পছন্দ করবে না। কিছু লোক অন্যকে সমাজে ছোট দেখানোর জন্য দামী পোশাক পরিধান করে এবং স্বয়ং অহংকারের আপদে গ্রেফতার হয়ে তার মনক্ষুনের কারণ হয়। অনেকে আবার এমন পাতলা পোশাক পড়ে যে, যাতে শরীরের সেই অংশও প্রকাশ পায় যা ঢেকে রাখা জরুরী। সুতরাং ফ্যাশনেবল পোশাক পরিধানের পরিবর্তে সুন্নাত মোতাবেক পোশাক পড়ুন এবং সরলতা অবলম্বন করণ, এর বরকতে দু'জাহানেই তরী পার হয়ে যাবে।

إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَى

তাজেদারে রিসালাত, শাহানশাহে নব্বয়ত, হুযুর পুরনূর صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেন: “যে সামর্থ্য থাকা স্বত্বেও উত্তম পোশাক পরিধান করা বিনয়ের কারণে ছেড়ে দেয়, আল্লাহ তাআলা তাকে কারামাতের হুলিয়া (অর্থাৎ জান্নাতী পোশাক) পরিধান করাবে।” (আবু দাউদ, ৪/৩৪৬, হাদীস নং-৪৭৭৮)

ফ্যাশন পূঁজারীরা! সাবধান!

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা শুনলেন যে, বান্দার কাছে সম্পদ আছে, উত্তম পোশাক পরিধানের ক্ষমতা আছে, তারপরও আল্লাহ্ রাক্বুল ইয্যতের সন্তুষ্টির জন্য নশ্রতা অবলম্বন করে সাধাসিধে পোশাক পরিধানকারী জান্নাতী পোশাক পাবে এবং স্বভাবতই যে জান্নাতী পোশাক পাবে সে নিঃসন্দেহে জান্নাতেও যাবে। মানুষের মাঝে প্রতিপত্তি দেখানোর জন্য, বড়লোকি গরিমা বজায় রাখার জন্য এবং শুধুই নিজের নফসের জন্য মানুষের মনযোগ আকর্ষণের উদ্দেশ্যে সুস্পষ্ট, ফেঙ্গী এবং বেখাপ্লা পোশাক পরিধানকারীরা এই রেওয়াজাতটি শুনুন এবং অনুতপ্ত হোন। যেমন-

হযরত সাযিয়দুনা আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا থেকে বর্ণিত, মদীনার তাজেদার, নবীকুল সরদার, হযুরে আনওয়ার صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেন: “দুনিয়ায় যে খ্যাতির পোশাক পরিধান করে, কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ তাআলা তাকে অপমানের পোশাক পরিধান করাবেন।” (সুনানে ইবনে মা'যাহ, ৪/১৬৩, হাদীস নং-৩৬০৬)

খ্যাতির পোশাক কাকে বলে?

প্রসিদ্ধ মুফাসসীর, হাকীমুল উম্মত, হযরত মুফতী আহমদ ইয়ার খাঁন رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ এই হাদীস শরীফের ব্যাখ্যায় বলেন: অর্থাৎ এমন পোশাক পরিধান করা যে, লোক ধনী (সম্পদশালী) মনে করে বা এমন পোশাক পরিধান করা যে, লোক নেক-পরহেয়গার মনে করে, এই দুই প্রকারের পোশাকই খ্যাতির পোশাক। মোটকথা যেই পোশাকে এই নিয়ত থাকে যে, লোক তাকে সম্মান করবে, এটা তার খ্যাতির পোশাক। মীরাত প্রণেতা رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ বলেন: হাস্যকর পোশাক পরিধান করা, যাতে লোক হাসে, এটাও খ্যাতির পোশাক। (মীরাত হতে সারর্মম, ৬/১০৯)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আসলেই কঠিন পরীক্ষা! পোশাক পরিধানেও অনেক চিন্তা ভাবনা করা এবং লোক দেখানো থেকে বাঁচা খুবই উচিৎ। তাছাড়া যারা লোকদের দেখানোর জন্য সাদা পোশাক, পাগড়ী, চাদর ইত্যাদি পরিধান করে, তারা রিয়াকার এবং জাহান্নামের হকদার। আমরা আল্লাহ্ তাআলার নিকট একনিষ্ঠতার ভিখারী।

মেরা হার আমল ব্যস তেরে ওয়াস্তে হো, কর ইখলাস এয়সা আতা ইয়া ইলাহী!

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ

মৃত্যুকে স্মরণ করণ:

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! অন্তরে কোমলতা সৃষ্টির জন্য একটি পদ্ধতি এও যে, নিজের মৃত্যুকে অধিকহারে স্মরণ করা। হযরত সাযিদাতুনা আয়েশা সিদ্দিকার رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا দরবারে এক মহিলা অন্তরের কঠোরতার অভিযোগ নিয়ে উপস্থিত হলে, তখন তিনি رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا এর এই চিকিৎসা ইরশাদ করেন: “মৃত্যুকে অধিকহারে স্মরণ করো, তোমার অন্তরে কোমলতা সৃষ্টি হবে।” সে কিছুদিন এরূপ করলো অতঃপর যখন তার অন্তরে কোমলতা সৃষ্টি হয়ে গেলো তখন উম্মুল মুমিনিন হযরত সাযিদুনা আয়েশা সিদ্দিকা رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا এর দরবারে উপস্থিত হলো এবং তাঁর কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করলো। (ইতহাফুস সা'আদাতিল মুত্তাকীন, ১৪/২৪)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আমাদের নিজের মৃত্যুকে কখনো ভুলে থাকা উচিত নয় এবং দুনিয়ার ভালবাসার পিছু ছাড়িয়ে জীবনের বাকি দিনগুলো আল্লাহ তাআলার বেশী বেশী ইবাদত, আখিরাতের ভাবনা এবং মৃত্যুকে স্মরণ রাখার পাশাপাশি এর প্রস্তুতিতে অতিবাহিত করার উচিত। হুজ্জাতুল ইসলাম হযরত সাযিদুনা ইমাম গায়ালী رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ বলেন: “মৃত্যু ভয়ানক এবং এর আশংকা খুবই বেশী, কিন্তু তবুও লোকেরা এর থেকে উদাসীন, না এর ব্যাপারে বিচার-বিবেচনা করে, না একে স্মরণ করে, আর যদি কেউ স্মরণও করে তবে অমনোযোগীতার সহিত করে যে, অন্তর দুনিয়াবী মনোবাসনায় লিপ্ত থাকে, সুতরাং এরূপ মৃত্যুর স্মরণে অন্তরের কোন উপকার সাধিত হয় না, তবে উপকারীতা এই পদ্ধতিতে পাওয়া যাবে যে, মৃত্যুকে নিজের সামনে মনে করে স্মরণ করণ এবং মৃত্যু ছাড়া অন্য সকল বিষয়কে নিজের অন্তর থেকে বের করে দিন, যেমন- কোন ব্যক্তি যখন বিপদজনক জঙ্গলে সফর করার মনস্তির করে বা সামুদ্রিক সফরের ইচ্ছা করে তখন শুধু এই সম্পর্কেই চিন্তা ভাবনা করতে থাকে, সুতরাং যখন মৃত্যুকে স্মরণের সম্পর্ক সরাসরি অন্তরের সাথে হবে তখন এর প্রভাবও পড়বে, এবং আলামত স্বরূপ এমন হবে যে, দুনিয়ার প্রতি অন্তর এতই ভেঙ্গে যাবে যে, দুনিয়ার সকল আনন্দ অনর্থক হয়ে পড়ে থাকবে।”

(ইহইয়াউল উলুম, ৫/১৯৫)

কবর যিয়ারত করা:

অন্তরের কঠোরতা দূর করার জন্য মাঝে মাঝে কবর যিয়ারত করাও উচিত, এতে অবস্থানরত মৃতের অসহায়ত্বের প্রতি এভাবে ভাবুন যে, এদের মধ্যে অনেকে এমনও ছিলো, যারা তাদের কাপড়ে মাটির একটি দাগও সহ্য করতে পারতো না, অথচ আজ নিজে কবরে কয়েক মণ মাটির নীচে অসহায় অবস্থায় পড়ে আছে। অনেকে আবার এমন রুক্ষ মেজাজের ছিলো যে, নিজের নাকে কখনো মাছি বসতে দিতেন না, কিন্তু আজ কবরে কীট-প্রতঙ্গরা তার অবস্থা বেহাল করে দিয়েছে হয়তো? কবর যিয়ারত করে এরূপ চিন্তা-ভবনা করলে **إِنْ شَاءَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ** অন্তরে কোমলতা সৃষ্টি হবে। যেমন- নবী করীম, রউফুর রাহীম **صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ** সাহাবায়ে কিরামদের **عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان** ইরশাদ করেন: “আমি তোমাদের কবর যিয়ারত করতে নিষেধ করেছিলাম, কিন্তু এখন তোমরা কবর যিয়ারত করো, কেননা এটা অন্তরকে কোমল করে, চোখ থেকে অশ্রু নির্গত করে এবং আখিরাতের স্মরণ করায়।”

(মুতাদরিফ, কিতাবুজ জানায়িয, ১/৭১০, হাদীস নং-১৪৩৩)

বয়ানের সারমর্ম

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আজকে আমরা অন্তরের কঠোরতা সম্পর্কে বয়ান শ্রবণ করলাম, নিঃসন্দেহে অন্তরের কঠোরতা **আল্লাহু তাআলার** পক্ষ থেকে শাস্তি স্বরূপ, যার কারণে মানুষ বড় বড় গুনাহও করে বসে, এমনকি কুফরী পর্যন্ত পৌঁছে যায়। অন্তরের কঠোরতা মানুষকে অত্যাচারী বানিয়ে দেয়, অন্তরের কঠোরতা **আল্লাহু তাআলার** রহমত থেকে বঞ্চিত করে দেয়, অন্তরের কঠোরতা দূর্ভাগ্যের আলামত, অন্তরের কঠোরতা ইবাদত থেকে দূরে করে দেয়, অন্তরের কঠোরতা ঈমানকে দুর্বল করে দেয়, অন্তরের কঠোরতা গুনাহে উদ্ভুদ্ধ করে, অন্তরের কঠোরতা পূর্বের নেক আমল সমূহ নষ্ট করে দেয়, অন্তরের কঠোরতার একটি অশুভ পরিনতি এও যে, মানুষের অন্তরে উপদেশ এর কোন কথাই প্রভাব বিস্তার করে না, **আল্লাহু তাআলা** আমাদেরকে অন্তর কঠোরকারী বিষয়ের উপর চিন্তা ভাবনা করে এ থেকে বাঁচার তৌফিক দান করুক। **أَمِينِ بِجَاوِ النَّبِيِّ الْأَمِينِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ**।

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! বয়ান শেষ করার পূর্বে সুন্নাতের ফযীলত এবং কতিপয় “সুন্নাত ও আদব” বয়ান করার সৌভাগ্য অর্জন করছি। মদীনার তাজেদার, হুযুরে আনওয়ার صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেন: “যে ব্যক্তি আমার সুন্নাতকে ভালবাসলো সে (মূলত) আমাকে ভালবাসলো আর যে আমাকে ভালবাসলো সে আমার সাথে জান্নাতে থাকবে।”

(মিশকাতুল মাসাবীহ, ২য় খন্ড, ৫৫ পৃষ্ঠা, হাদীস-১৭৫, দারুল কুতুবিল ইলমিয়াহ, বৈরুত)

সিনা তেরী সুন্নাত কা মদিনা বনে আকা,
জান্নাত মে পড়েছি মুজে তুম আপনা বানানা।

সালামের ১১টি মাদানী ফুল

(১) কোন মুসলমানের সাথে সাক্ষাতের সময় সালাম করা সুন্নাত।
(২) মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত বাহারে শরীয়াতের ১৬ তম খন্ডের ১০২ পৃষ্ঠায় লিখিত অংশের সারমর্ম হচ্ছে: “সালাম করার সময় অন্তরে যেন এ নিয়ত থাকে যে, আমি যাকে সালাম করছি তার সম্পদ ও মান সম্মান সবকিছু আমার হিফায়তে এবং আমি এসব কিছুর কোন বিষয়ে হস্তক্ষেপ করাকে হারাম মনে করছি,
(৩) দিনে যতবার সাক্ষাত হয়, এক রুম থেকে অন্য রুমে বারবার আসা যাওয়াতে সেখানে উপস্থিত মুসলমানদেরকে সালাম করা সাওয়াবের কাজ, (৪) আগে সালাম করা সুন্নাত, (৫) প্রথমে সালামকারী আল্লাহ তাআলার নিকটবর্তী ও প্রিয়, (৬) প্রথমে সালাম দানকারী ব্যক্তি অহংকার থেকে মুক্ত। যেমন- আমাদের প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেন: “সর্বপ্রথম সালামকারী অহংকারমুক্ত।”
(শুয়াবুল ইমান, ৬ষ্ঠ খন্ড, ৪৩৩ পৃষ্ঠা) (৭) প্রথমে সালাম প্রদানকারীর উপর ৯০টি রহমত এবং উত্তর প্রদানকারীর উপর ১০টি রহমত অবতীর্ণ হয়। (কিমিয়ায়ে সাআদাত) (৮) السَّلَامُ عَلَيْكُمْ বললে দশটি নেকী অর্জন হয় সাথে رَحْمَةُ اللهِ وَبُكْرَتُهُ বৃদ্ধি করলে ২০টি নেকী অর্জন হয় এবং دُرَّةٌ بَيْضَاءُ বৃদ্ধি করলে ৩০টি নেকী অর্জন হয়। অনেকেই সালামের সাথে জান্নাতুল মকাম এবং দোযখ হারাম ইত্যাদি শব্দ বৃদ্ধি করে এটা ভুল পদ্ধতি বরং অনেকেই ইচ্ছাকৃতভাবে (আল্লাহর পানাহ! এটা পর্যন্ত বলে আপনার সন্তান আমার গোলাম।)

দা'ওয়াতে ইসলামীর সাপ্তাহিক ইজতিমায় পঠিত ৬টি দরুদ শরীফ ও দোয়া সমূহ

(১) বৃহস্পতিবার রাতের দরুদ শরীফ:

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ الْحَبِيبِ الْعَالِي الْقَدْرِ الْعَظِيمِ
الْجَاهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلِّمْ

বুয়ুর্গরা বলেছেন: যে ব্যক্তি প্রত্যেক জুমার রাতে (বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত) এ দরুদ শরীফ নিয়মিতভাবে কমপক্ষে একবার পাঠ করবে মৃত্যুর সময় তাজেদারে মদীনা, হুযুর পুরনুর صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর যিয়ারত লাভ করবে এবং কবরে প্রবেশ করার সময় এটাও দেখবে যে, রহমতে আলম, নূরে মুজাস্‌সম صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ আপন রহমতপূর্ণ হাতে তাকে কবরে রাখছেন।

(আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায্যিদিস সাদাত, আস সালাতুস সাদিসাতু ওয়াল খামসুন, ১৫১ পৃষ্ঠা থেকে সংকলিত)

(২) সমস্ত গুনাহের ক্ষমা:

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَسَلِّمْ

হযরত সায্যিদুনা আনাস رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ থেকে বর্ণিত; নবী করীম, রউফুর রহীম صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেন: “যে ব্যক্তি এ দরুদ শরীফ পাঠ করবে যদি সে দাঁড়ানো থাকে তবে বসার পূর্বে আর বসা থাকলে দাঁড়ানোর পূর্বে তার গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হবে।” (আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায্যিদিস সাদাত, আস সালাতুল হাদীয়াতু আশারা, ৬৫ পৃষ্ঠা)

(৩) রহমতের সত্তরটি দরজা:

صَلَّى اللهُ عَلَى مُحَمَّدٍ

যে ব্যক্তি এ দরুদ শরীফ পাঠ করবে তার জন্য রহমতের সত্তরটি দরজা খুলে দেয়া হয়। (আল কুউলুল বদী, দ্বিতীয় অধ্যায়, ২৭৭ পৃষ্ঠা)

(৪) ছয়লক্ষ দরুদ শরীফ পাঠ করার সাওয়াব:

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَا فِي عِلْمِ اللَّهِ
صَلَاةً دَائِمَةً يَدُورُ أَمْرُ مُلْكِ اللَّهِ

হযরত আহমদ সাভী رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ কতিপয় বুয়ুর্গদের থেকে বর্ণনা করেন: এ দরুদ শরীফ একবার পাঠ করলে ছয়লক্ষবার দরুদ শরীফ পাঠ করার সাওয়াব অর্জন হয়। (আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায্যিদিস সাদাত, আস সালাতুস সানিয়াতু ওয়াল খামসুন, ১৪৯ পৃষ্ঠা)

(৫) নবী করীম ﷺ এর নৈফাট লাভ:

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ كَمَا تُحِبُّ وَتَرْضَى لَهُ

একদিন এক ব্যক্তি আসলো হযরে আনওয়ার صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ তাঁকে নিজের এবং সিদ্দীকে আকবর رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ এর মাঝখানে বসালেন এতে সাহাবায়ে কিরামগণ عَلَيْهِمُ الرِّضْوَانُ আশ্চর্যান্বিত হলেন যে এ সম্মানিত লোকটি কে! যখন তিনি চলে গেলেন তখন হযুর পুরনুর صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করলেন: “সে যখন আমার উপর দরুদ শরীফ পাঠ করে তখন এভাবে পড়ে।” (আল কুউলুল বদী, প্রথম অধ্যায়, ১২৫ পৃষ্ঠা)

(৬) দরুদে শাফায়াত:

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَأَنْزِلْهُ الْمَقْعَدَ الْمُقَرَّبَ عِنْدَكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

উম্মতের শাফায়াতকারী, নবী করীম, রাউফুর রাহীম صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেন: “যে ব্যক্তি এভাবে দরুদ শরীফ পাঠ করবে, তার জন্য আমার শাফায়াত (সুপারিশ) ওয়াজিব হয়ে যায়।”

(আত তারগীব ওয়াত তারহীব, কিতাবুয যিকর ওয়াদ দোয়া, ২, ৩২৯, হাদীস নং- ৩০)

(১) এক হাজার দিনের নেকী:

جَزَى اللَّهُ عَنَّا مُحَمَّدًا مَا هُوَ أَهْلُهُ

হযরত সায্যিদুনা ইবনে আব্বাস رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا থেকে বর্ণিত, মক্ষী মাদানী আক্বা, উভয় জাহানের দাতা صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেন: “এ দোয়া পাঠকারীর সত্ত্বরজন ফিরিশতা এক হাজার দিন পর্যন্ত নেকী সমূহ লিখতে থাকেন।” (মাজমাউয যাওয়াদ, কিতাবুল আদইয়াহ, বাবু কাইফিয়াতুস সালাত...শেষ পর্যন্ত, ১০/২৫৪, হাদীস নং- ১৭৩০৫)

(২) যেন শবে কদর পেয়ে গেল:

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْحَلِيمُ الْكَرِيمُ سُبْحَانَ اللَّهِ
رَبِّ السَّمَوَاتِ السَّبْعِ وَرَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ

সহনশীল দয়ালু আল্লাহ্ ব্যতীত ইবাদতের উপযোগী কেউ নেই। আল্লাহ্ তায়ালা পবিত্র, যিনি সপ্ত আসমান ও আরশে আযীমের মালিক ও প্রতিপালক।

ফরমানে মুস্তফা صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ: যে ব্যক্তি রাতে এ দোয়া তিনবার পড়ে নিবে সে যেন শবে কদর পেয়ে গেল। (তারীখে ইবনে আসাকীর, ১৯/৪৪১৫)